সংবাদ

তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাণ্ডব

মাদ্রাসা ছাত্ররা জড়িত নয় দাবি অধ্যক্ষের

প্রতিনিধি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যুর জের ধরে গত মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিনভর তাণ্ডবের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে এ ঘটনার সঙ্গে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জড়িত নয় বলে দাবি করেছেন জামিয়া ইউনুছিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

গতকাল সকাল ১১টায় জামিয়া ইউনুছিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি মোবারক উল্লাহ এই দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন স্থাপনায় চালানো তাণ্ডবের ঘটনায় মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকরা জড়িত নন। হামলাকারীরা সবাই দুষ্কৃতিকারী। যদি কোন মাদ্রাসা ছাত্র ওই হামলার ঘটনায় জড়িত থাকে তাহলে মাদ্রাসা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

মাদ্রাসা : ছাত্ররা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ওই মাদ্রাসা ছাত্রকেও বিচারের আওতায় আনা হোক। শহরজুড়ে চালানো তাণ্ডবের ঘটনার উস্কানিদাতা হিসেবে আল্লামা মনিরুজ্জামান সিরাজীকে দায়ী করে জেলা আওয়ামী লীগের দেয়া বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন ও সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

তিনি বলেন, পুলিশ ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মসজিদ ও মাদ্রাসায় হামলা করে এবং তাদের নির্যাতনে মাদ্রাসা ছাত্র হাফেজ মাসুদুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। তিনি নিহত মাদ্রাসা ছাত্র হাফেজ মাসুদুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার প্রধান আশেকে এলাহী, শিক্ষা সচিব মুফতি শামছুল হক, মুহাদ্দিছ মুফতি আবদুর রহিম কাসেমী প্রমুখ। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এক মাদ্রসা ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার দিনভর বিক্ষুব্ধ মাদ্রাসা ছাত্ররা রেলওয়ে স্টেশন, দি আলাউদ্দিন সঙ্গীতাঙ্গন, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি পাঠাগার, জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়, প্রশিকা কার্যালয়, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানা ও আখাউড়া রেলওয়ে থানায় এ পর্যন্ত ১০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে গতকালও শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিজিবি সদস্যরাও শহরের টহল দেয়।